দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 OCT 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

এবতেদায়ী মাদ্রাসার কাসুন্দি

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে জারিকৃত এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে মাদ্রাসার প্রাইমারী স্তর হিসাবে এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেন। পরবর্তীতে এবতেদায়ীর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের করা হয়। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মাধ্যমে কিছু কিছু মাদ্রাসায় স্বল্প পরিমাণ অনুদানও দেওয়া হয়। অবশেষে প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের এক সম্মেলনে প্রতিটি এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে জরিপের পর বার্ষিক ৩৬ হাজার টাকা করিয়া অনুদান প্রদান এবং ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। তদনুযায়ী জরিপও সম্পন্ন হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি এবতেদায়ী মাদ্রাসায় চারজন করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া হইতেছে না। ফলে শিক্ষকরা দুর্মূল্যের বাজারে ভোগান্তির শিকার হইতেছেন। এইভাবে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলির দুর্গতির সীমা নাই। এই অবস্থার নিরসনকল্পে প্রাক্তন সরকার কর্তৃক ঘোষিত মঞ্জুরি প্রদান করিয়া ইসলামী শিক্ষাকে জোরদার করিবার জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোঃ মুজাফফর হোসেন দুয়ারী, সেক্রেটারী, নেহালপুর পঞ্চগ্রাম আজিজিয়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা, পোঃ-কীর্তিপাশা, ঝালকাঠি।

8